112

দৈনিক জনকণ্ঠ

অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালুর সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে

ইলিয়াস খান

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালুর সিদ্ধান্ত কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন করা হবে না। শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক জরুরী সভায় পূর্ববর্তী এ সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। শিক্ষা সচিবের সাথে বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানদের এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বলা হয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে বিদ্যমান সমস্যার মধ্যে নকল প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট। তাছাড়া এক এক বোর্ডে এক এক রকম প্রশ্ন করায় ছাত্ররা সমভাবে নম্বরও পায় না। এতে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তিতে প্রকৃত মেধা যাচাই করা যায় না। এ অবস্থার অবসানকল্পেই চার বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা মানে একটি অন্যায় দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করা।

উল্লেখ্য, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এ ঘোষণার পরপরই ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের অংশ হিসাবে তারা রাস্তা অবরোধ, গাড়ি ভাঙচুর, স্মারকলিপি পেশ, সাংবাদিক সম্মেলন ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করে। গত কয়েকদিনে এ আন্দোলনের মাত্রা তীব্রতা পায়। দেশের

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

অভিন্ন প্রশ্নপত্র

(প্রথম পাতার পর)

বিভিন্ন স্থান থেকে রাস্তায় ব্যারিকেড ও ভাংচুরের ঘটনা প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় আসছে। এমনকি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ছাত্ররা শনিবার বরিশালে হরতাল ডাকে।

ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান আন্দোলন এবং এ বিষয়ে সরকারের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের কোন ক্ষতি করা আসলে আমাদের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ইতোপূর্বে এক এক বোর্ডে এক এক প্রশ্ন করায় শিক্ষার্থীরা একেক রকম নম্বর পেত। বর্তমান নিয়মে পরীক্ষা হলে সবাই একভাবে নম্বর পাবে। ফলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রকৃত মেধা যাচাই হবে। তিনি বলেন, নতুন নিয়ম যথাযথভাবে কার্যকরি করার জন্য শিক্ষকসহ শিক্ষার সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। ছাত্রদের আন্দোলন নিয়ে তিনি বলেন, একাডেমিক কারণে তারা এ আন্দোলন করছে বলে আমার মনে হয় না, অন্য কোন কারণে এ আন্দোলন চালাচ্ছে।

তিনি জানান, রাজশাহী থেকে সম্প্রতি আন্দোলনের খবর এসেছে। এতে দেখা গেছে যারা আন্দোলন করছে তাদের অধিকাংশই ছাত্র নয়। তিনি বলেন, ছাত্রদের কেউ কেউ ভুল বুঝানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। ছাত্রদের শুধু এ বছরের জন্য পূর্ববর্তী নিয়ম চালুর দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা কোন যৌক্তিক দাবি হতে পারে না। পরীক্ষার এখনও প্রায় ৬ মাস বাকি। একটু চেষ্টা চালালেই ভাল প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব।

শিক্ষা সচিব বর্তমান নিয়ম প্রয়োগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।